Available online at http://www.ijims.com
ISSN - (Print): 2519 – 7908 ; ISSN - (Electronic): 2348 – 0343
IF:4.335; Index Copernicus (IC) Value: 60.59; UGC Recognized -UGC Journal No.: 47192 ; Peer-reviewed Journal

Contribution of Ata Hussain Khan and Naseem Ahmed Khan in the Spread and Practice of Agra Gharana in West Bengal

পশ্চিমবঙ্গে আগ্রা ঘরানার প্রসার এবং চর্চায় আতা হুসেন খাঁ এবং নসীম আহমেদ খাঁয়ের অবদান

Samarpita Chatterjee (Mukherjee)
Department of Hindustani Classical Music (Vocal),
Sangit Bhavana, Visva-Bharati, Santiniketan

Abstract

Agra Gharana is one of the distinct and prime Gharana of Kheyal of Hindusthani Classical Music. It has a rich tradition of music. The Agra Gharana did not remain confine to its original geographical location, but was spread to West Bengal by many well known musicians / stalwarts of the Agra Gharana ,which included both hereditary musicians and non-hereditary musicians. The present research work presents the contribution of two of the hereditary vocalists of Agra Gharana, namely **Ata Hussain Khan** and **Naseem Ahmed Khan**, in the spread and practice of Agra Gharana in West Bengal.

Keywords: Agra Gharana, West Bengal, Ata Hussain Khan , Naseem Ahmed Khan

ভূমিকা

প্রাগৈতিহাসিক সময় থেকে সঙ্গীতের বিকাশ অব্যাহত আছে। ইতিহাস সাক্ষী, যে বৈদিক যুগ থেকে ভারতীয় সমাজে সঙ্গীতের চর্চা চলে আসছে এবং সময়ের সাথে সাথে বহু নতুন ধারার সংযোজন হয়েছে সঙ্গীতে। সঙ্গীতের অগ্রগতিতে সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীতবিদরা মুখ্য ভূমিকায় থাকেন। তাদের সাঙ্গীতিক কর্মকাণ্ড দ্বারা, সঙ্গীতের প্রবাহ হয় সঙ্গীত প্রেমীদের মধ্যে এবং সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের মধ্যে।এই সঙ্গীতজ্ঞরা মৌখিক শিক্ষার মাধ্যমে তাদের সাঙ্গীতিক প্রাচুর্য এবং ঐতিহ্যকে পরবর্তী প্রজন্মকে প্রদান করেন। এই তালিম প্রদান গুরুশিষ্য পরম্পরার দ্বারা অথবা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দানের মাধ্যমে সম্ভব হয়ে ওঠে।

পশ্চিমবঙ্গে বহু সঙ্গীতজ্ঞ আগ্রা ঘরানার বিস্তারে অবদান রেখেছেন। সেই সমস্ত সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে আগ্রা ঘরানার দুইজন বংশজ সঙ্গীতজ্ঞের জীবনী চিত্র,সঙ্গীত কীর্তি ও কিছু বন্দিশের উল্লেখ করা হল।এই দুই জন সঙ্গীতজ্ঞ

হলেন- আতা হুসেন খাঁ এবং নসীম আহমেদ খাঁ। এই গবেষনা পত্রে,পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে এই দুই জন সঙ্গীতজ্ঞের গায়ন শৈলীর ধারা কিভাবে বর্তমান প্রজন্মে প্রবাহিত হয়ে চলেছে ,সেই বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে।

আতা হুসেন খাঁ

অত্রৌলী ঘরানার প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ মেহবুব খাঁ (দরসপিয়া)র জ্যেষ্ঠ পুত্র আতা হুসেন খাঁ ঘরানার আগ্রা অন্যতম খ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞ। ১৮৯৮ সালে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন অত্রৌলীতে। বংশজ গুরুদের কাছে সঙ্গীতের তালিম হয়। তাঁর প্রধান শিক্ষা লাভ হয়েছিল তাঁর ভগ্নীপতি আগ্রা ঘরানার স্তম্ভ ফৈয়াজ খাঁয়ের কাছে।(ফৈয়াজ খাঁর স্ত্রী - মেহবুব খাঁয়ের কন্যা বসীরন বেগম)। আতা হুসেন খাঁ ফৈয়াজ খাঁয়ের সম্পর্কে শ্যালক হলেও ফৈয়াজ খাঁয়ের প্রধান শাগীর্দ দের মধ্যে অগ্রগণ্য এবং খাঁ সাহেবের সন্তান তুল্য স্নেহে তালিম প্রাপ্ত হন।[১] তিনি ফৈয়াজ খাঁয়ের পরম সান্নিধ্যে আগ্রা ঘরানার যাবতীয় রসদ পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে আত্তীকরণ করেছিলেন অতি কৈশোর বয়স থেকেই।[২] অত্রৌলী বংশজাত হলেও তার তালিম সম্পূর্ণ হয় আগ্রা শৈলীতেই।ব্যাঙ্গালোর এ বসবাস কারী বিদূষী ললিত জয়বন্ত রাও আগ্রা ঘরানার অভিজ্ঞ সঙ্গীতজ্ঞা । তিনি আগ্রা ঘরানার রমা রাও নায়েক, দিনকর কৈকীনী এবং খাদিম হুসেন খাঁয়ের শিষ্যা। তিনি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, আতা হুসেনের তানের ধরন অত্রৌলী ঘরানার থেকে আলাদা, আতা হুসেনের তানে শাস্ত্রীয় ব্যাকরণের নিখুঁত রূপ পাওয়া যেত, যার কোনও বিচ্যুতি ছিল না।[৩] তাঁর গানে পূর্ণ মাত্রায় ফৈয়াজ খাঁয়ের আগ্রা শৈলী প্রস্ফুটিত হত।[৪]

আতা হুসেন খাঁয়ের প্রাথমিক তালিম তাঁর পিতা মেহবুব খাঁয়ের কাছে হলেও,পিতার পর ১৯১৯ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় ২৬ বছর ফৈয়াজ খাঁয়ের সাথে সঙ্গ লাভ হেতু তাঁর সঙ্গীতে গভীর প্রভাব পড়েছিল।[৫]

আতা হুসেন খাঁ অত্রৌলী ঘরানার খাস বন্দিশ গুলিকেও অনেকক্ষেত্রে আগ্রা শৈলীতে গাইতেন। যোগ রাগে দরসপিয়ার বন্দিশ 'পিয়ারবা কে বিরমায়ে' বিলম্বিত ত্রিতালে নিবদ্ধ। কিন্তু কুমারপ্রসাদ মুখার্জী আতা হুসেনের কাছে এই বন্দিশটি শেখেন অন্য রূপে।কুমারপ্রসাদ মুখার্জী সে অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে লিখেছেন– " দেখি সে অস্থায়ীর চাল একটু ভিন্ন এবং গাওয়া হচ্ছে একতালে।" আতা হুসেন নিজেকে সম্পূর্ণভাবে আগ্রা ঘরানাতে এনে ফেলেছিলেন।[৬]

কলকাতা ও আতা হুসেন খাঁ

কলকাতাবাসী আগ্রা ঘরানার অভিজ্ঞ সঙ্গীতজ্ঞ এবং কলকাতা সঙ্গীত রিসার্চ একাডেমীর প্রথম ডিরেক্টর (বর্তমানে অবসর প্রাপ্ত)পন্ডিত বিজয় কিচলু, ওস্তাদ আমিনুদ্দিন ডাগর ও মৈনুদ্দিন ডাগর এবং লতাফৎ হুসেন খাঁয়ের কাছে

সঙ্গীত শিক্ষা প্রাপ্ত। বিজয় কিচলু সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন যে - আতা হুসেন খাঁ, ফৈয়াজ খাঁয়ের সঙ্গে দীর্ঘ সময়কাল ধরে নানা অনুষ্ঠানে সঙ্গ করার প্রায় ২৬ বছর পরে তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করার পর, কলকাতায় পাকাপাকি ভাবে আসার আগে বরোদায় তিনি ভাতখন্ডের সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ে গুরু হিসেবে সংযুক্ত হয়েছিলেন। সেখানেও তিনি সঙ্গীত গুরু রূপে তালিম প্রদানে সমাদৃত হয়ে ছিলেন।[৭] বলা বাহুল্য বরোদায় সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানটি তে আতা হুসেন ১৯২৮-১৯৪৫ খ্রী. অবধি ছিলেন।এরপর তিনি কলকাতার বেলেঘাটার সঙ্গীত প্রেমী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি রমাপ্রসাদ কোলের বাড়িতে বেশকিছু সময় ছিলেন মহিষাদলের রাজবাড়িতে আসার আগে।মহিষাদলের গর্গ রাজ পরিবারের বড় ছেলে দেবপ্রসাদ গর্গ ,আতা হুসেনের প্রতিপালক ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।তার দ্বিতীয় ভ্রাতা শক্তিপ্রসাদ গর্গ ছিলেন আতা হুসেনের সন্তান-সম,ও তিনি আতা হুসেন কে পিতৃতুল্য শ্রদ্ধা করতেন।মহিষাদলের রাজবাড়ি আতা হুসেনের কলকাতার কঠিন সময়টিতে জীবিকা অর্জনের প্রধান সহায়ক হয়েছিল। এরপর কলকাতায় মহিষাদল রাজবাড়িতে তিনি ১৯৮০ অবধি থাকেন আমৃত্যু। মৃত্যুর দুই বছর আগে প্রবল শারীরিক অসুস্থতা উপেক্ষা করেও তিনি তালিম দেওয়া বন্ধ করেননি,দেশে ফিরে যাবার চিন্তা থাকলেও শেষ পর্যন্ত ফিরে যেতে পারেননি। তাঁর জীবনাবসানের পর অল ইন্ডিয়া রেডিও,প্রেস,টিভি থেকে তাকে মরনোত্তর সম্মান জ্ঞাপন করা হয়।[৮]

তিনি সাধক প্রকৃতির সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। আগ্রা ঘরানার উপযুক্ত রসদ এবং পর্যাপ্ত সাঙ্গীতিক গুণাবলী থাকলেও তিনি আসর ও মেহফিলে নিজের অনুষ্ঠান করার থেকে, একান্তে সঙ্গীত সাধনা এবং তালিম দিয়ে সঙ্গীত গুণী তৈয়ার করানোতেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। 'মেহফিল বাজ' তিনি একবারেই ছিলেন না।[৯] তিনি ফৈয়াজ খাঁয়ের ছত্র-ছায়ায় থেকে তাঁর শিষ্যদের তৈয়ার করা,তার সাথে প্রচুর আসরে সহযোগী কন্ঠদান এবং রেওয়াজে সঙ্গে থাকলেও, নিজের অনুষ্ঠানের প্রতি আতা হুসেন খাঁ প্রাধান্য দেননি। এ বিষয়ে তিনি নির্মোহ জীবন যাপন করে গেছিলেন।

বন্দিশ রচনা: কলকাতায় আতা হুসেন খাঁয়ের শিষ্যা বিদূষী পূর্ণিমা সেন, আগ্রা ঘরানার সঙ্গীতজ্ঞা এবং প্রতিষ্ঠিত শিল্পী ও আতা হুসেনের কাছে তালিম প্রাপ্তা গায়িকা। এছাড়াও পূর্ণিমা সেন আগ্রা ঘরানার বিলায়েত হুসেন খাঁ,শরাফৎ হুসেন খাঁ,ইউনুস হুসেন খাঁয়ের কাছে সঙ্গীত শিক্ষা লাভ করেছেন। পূর্ণিমা সেন সাক্ষাৎকারে জানান, আতা হুসেন খাঁ 'রতন পিয়া' নামে প্রচুর উৎকৃষ্ট বন্দিশ রচনা করেছিলেন, তাঁর প্রতিভার জন্য ভি. এন. ভাতখণ্ডেজি তাঁকে যথার্যই 'সঙ্গীত কে রতন' আখ্যা দিয়ে সম্মান প্রদান করতেন।[১০]

আতা হুসেন খাঁর রচিত কিছু বন্দিশ :

- হত না করো মোহে ছোর (খেম কল্যাণ)
- আয়ও রি শুভ দিন শুভ মহুরত
- পতিয়া না ভেজি
- মোরে মন বসি প্যারি সুরাতিয়া , প্রভৃতি।

সাঙ্গীতিক কর্ম / তালিম প্রদান : ১৯৪৫ সালে কলকাতা আকাশবানী বেতার কেন্দ্রে আতা হুসেন খাঁ যোগও দেন।[১১] পশ্চিমবঙ্গে তিনি মূলত তালিম প্রদান এবং রাজবাড়ির ঘরোয়া অনুষ্ঠান গুলি করার মাধ্যমেই নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন।[১২,১৩] তিনি আগ্রা ঘরানার অভিজ্ঞ বর্ষীয়ান প্রতিনিধি ব্যক্তি এবং অন্যতম সেরা গুরু রূপে বাংলায় একনিষ্ঠ ভাবে তালিম প্রদানে ব্রতী হয়েছিলেন।[১৪,১৫,১৬] আতা হুসেনের জামাতা নসীম আহমেদ খাঁ, তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করে কলকাতায় আগ্রা ঘরানার বংশজ খানদানী পরম্পরার ধারাকে প্রচলিত রাখেন।[১৭] মহিষাদলের রাজা দেবপ্রসাদ গর্গ মহাশয়ও আতা হুসেনের কাছে তালিম পেয়েছিলেন।[১৮] ৪০এর দশকে একমাত্র আগ্রা ঘরানার বংশজ শিল্পী রূপে আতা হুসেন খাঁ,কলকাতাতে গুরু হিসাবে অবদান রেখেছিলেন।[১৯]

তালিম পদ্ধতি: আতা হুসেনের তালিম পদ্ধতি ছিল খুব পরিশ্রম সাধ্য। তিনি গুরু হিসেবে ছিলেন অসামান্য। পূর্ণিমা সেন সাক্ষাৎকারে জানান, আতা হুসেন খাঁ, তাঁর একেকজন শিষ্যকে অত্যন্ত পরিশ্রম করে ধরে ধরে শেখাতেন। তিনি শিক্ষা দানে এতটাই একনিষ্ঠ ছিলেন যে তাঁর নিষ্ঠা দেখে শিক্ষার্থীরাও আগ্রহ বোধ করতেন। তিনি ছিলেন সাধারণ জীবন-যাপনে অভ্যস্ত, কিন্তু অত্যন্ত রাশ ভারী ব্যক্তিত্ব, অথচ শেখানোর ক্ষেত্রে অমায়িক ছিলেন। ছাত্র-ছাত্রীদের শেখবার ক্ষমতা বোঝবার ক্ষেত্রে উনি ছিলেন অত্যন্ত অভিজ্ঞ।[২০] পূর্ণিমা সেন আতা হুসেনের কাছে প্রথম দিন শেখেন দেশী তোড়ী রাগ। যে রাগের চলনে তিনি অবগত ছিলেন না বলে খাঁ সাহেব তাকে যথা সম্ভব তা অনুসরণ করতে বলেন। ঐ দিনই তিনি তিন চক্রের অত্যন্ত জটিল তান করে শুধুমাত্র তানের স্বর গুলিকে নিখুঁত ভাবে লক্ষ্য করতে বলেন এবং তানে ঠিক কি কি স্বর প্রযুক্ত হচ্ছে বা কি প্যাটার্নে তানটি হচ্ছে সে বিষয়ে ভীত না হয়ে শুধুমাত্র শোনবার উপরে মনঃসংযোগ করতে নির্দেশ দেন। পূর্ণিমা সেন প্রায় ৫ বার করার পর সেই অতি জটিল তিন চক্র তানটি সম্বন্ধে খাঁ মন্তব্য করেন – " অব তো কুছ হুয়া"।। খাঁ সাহেব তাঁর নবাগতা এবং অচেনা রাগ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা ছাত্রীকে পরীক্ষা করে দেখছিলেন – যে শুধুমাত্র কানে শুনে ছাত্রীটি একটি সম্পূর্ণ অচেনা জিনিসকে কতখানি তার কণ্ঠে আনয়ন করতে সক্ষম হয়। খাঁ সাহেবের প্রথম দিনের সেই শিক্ষা

খানিই পরবর্তী কালে পূর্ণিমা সেন অনুসরণ করেছিলেন।[২১] প্রাচীন শ্রুতি নির্ভর শিক্ষা প্রদানে খাতায় লিখে দেওয়া এবং টেপে রেকর্ডিং করার প্রচলন ছিল না, আতা হুসেন খাঁ সাহেবও তালিম প্রদান ক্ষেত্রে প্রাচীন পন্থাই অবলম্বন করতেন। এর ফলে শিক্ষার্থী শুধুমাত্র কানে শুনে মনের মধ্যে স্মৃতিতে থেকে যাওয়া সঙ্গীতে, মনঃসংযোগ দ্বারা তা পুনরায় কণ্ঠে করতে সক্ষম হতে পারে এবং আত্মবিশ্বাসও বৃদ্ধি পায়।

আতা হুসেন খাঁয়ের দৌহিত্র কলকাতা বাসী সঙ্গীতজ্ঞ ওয়াসিম আহমেদ খাঁ সাক্ষাৎকারে জানান যে তিনি নিজেও মাত্র ৬ বছর বয়সে মহিষাদল রাজবাড়িতে আতা হুসেনের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন ও আতা হুসেন খাঁর কাছ থেকে জীবনের প্রথম ইমন রাগে একটি বন্দিশ প্রাপ্তি করেছিলেন। ওয়াসিম আহমেদ খাঁ, তার পিতা নসীম আহমেদ খাঁয়ের কাছে শুনেছিলেন যে-আতা হুসেন একটি রাগ দীর্ঘ দিন ধরে তালিম দিতেন এবং যতদিন না তিনি মনে করতেন যে সেটি সম্পর্কে শিক্ষার্থীর যথাযথ জ্ঞান প্রাপ্তি ঘটেছে, তত দিনই তিনি সেই একই রাগের তালিম দিতেন।[২২] পূর্বে ওস্তাদেরা এভাবেই শিক্ষা দিতেন, যাতে বারবার একই রাগের অভ্যাসে সে রাগটি সম্বন্ধে এমনভাবে নিখুঁত চিত্রটি মনে থেকে যায় যাতে ভুলে না যেতে পারে। তখনকার সময়ে স্মৃতিতে ধরে রাখাই একমাত্র উপায় ছিল। প্রবীণ ওস্তাদদের তাদের তালিম প্রদানে এবং শিষ্যদের তালিম গ্রহণে ধৈর্য্য রাখতে হত, এই পদ্ধতিতে আতা হুসেন খাঁও তালিম দিতেন।

তিনি শুধুমাত্র তালিমই দিতেন না, প্রতিশ্রুতি মান শিক্ষার্থীকে তাঁর কাছে বিভিন্ন সময়ে আসা বংশজ ওস্তাদ বা ভারতের নানা দিকপাল সঙ্গীতজ্ঞদের সামনে ঘরোয়া পরিবেশে সঙ্গীত পরিবেশনের সুযোগও দিতেন।[২৩] এর ফলে শিষ্যর সঙ্গীত পরিবেশনের সাবলীলতা বৃদ্ধি পেত এবং বিভিন্ন গুণীজন দের সান্নিধ্যে সঙ্গীত মতামতের আদান-প্রদান ও সঙ্গীত শোনার অভিজ্ঞতা হত। আতা হুসেনের কাছে তার বংশজ বহু ওস্তাদরা প্রায়ই কলকাতায় এলেই আসতেন এবং তাদের থেকেও আতা হুসেনের ছাত্র ছাত্রীদের আগ্রা ঘরানার অনেক অনুপ্রেরণা পাবার অবকাশ ছিল। এভাবে আতা হুসেন খাঁয়ের বহু শিষ্যরা আগ্রা ঘরানার চর্চার এবং বিভিন্ন রীতি শেখার সুযোগ পেতেন,বিশেষ করে বাংলার আগ্রা শৈলীর বংশ-বহির্ভূত শিষ্যরা।

আতা হুসেন খাঁয়ের তাঁর কাছে আসতেন শরাফৎ খাঁ, ইউনুস খাঁ, শফী আহমেদ খাঁ। নসীম আহমেদ পুত্র ওয়াসিম আহমেদ খাঁ বলেন – " মাত্র ৬ বছরে আমি আমার বাবার সাথে আমার নানাজী ওস্তাদ আতা হুসেন খাঁয়ের কাছে যাই। খুব স্বল্প দিনের তালিম হলেও স্পষ্ট মনে আছে উনি এত ভালো করে শিক্ষা দিতেন যে অতি কঠিন জিনিসও মানুষ আগ্রহ ভরে শিখে নেবে, তার শিক্ষা দানের দ্বারা জটিলও সহজ হয়ে যেতে বাধ্য।তিনি কলকাতায় প্রচুর শিক্ষার্থীকে তালিম দিয়েছেন। যথা – শাফী আহমেদ খাঁ, নসীম আহমেদ খাঁ, সুনীল বসু, পূর্ণিমা সেন, কুমারপ্রসাদ

মুখোপাধ্যায়, দেবপ্রসাদ গর্গ, নিতাই শীল, প্রকৃতি ভট্টাচার্য্য, মনিলাল মল্লিক, অরুণ ভট্টাচার্য্য, রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ দত্ত, কল্পনা মুখার্জী, কালিদাস দে প্রমুখ।"[২৪]

জানা যায় যে আতা হুসেন খাঁ ১৯৪৫ থেকে ৬০ দশক অবধি টানা মহিষাদল রাজবাড়িতে থেকে তালিম দিয়েছেন কলকাতার শিষ্যদের। মাঝে তাঁর হার্ট অ্যাটাকের জন্য অসুস্থতার কারণে তাঁকে দেশে ফিরতে হয়েছিল। পুনরায় ১৯৭০ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত তিনি স্থায়ী ভাবে কলকাতায় থেকেছিলেন। ২ বা ১ মাসের জন্য বাড়ি গেলেও আবার চলে আসতেন কলকাতায়।[২৫] কলকাতার বহু উল্লেখ যোগ্য শিল্পীকে তৈরী করার মাধ্যমে তৎকালীন কলকাতায় আগ্রা ঘরানার প্রত্যক্ষ তালিমের ধারাটি আতা হুসেন খাঁয়ের দ্বারাই বিস্তৃত হয়েছিল। তিনি আগ্রা ঘরানার মহান সঙ্গীতজ্ঞ এবং সঙ্গীতের সমস্ত সম্যক জ্ঞানকে অকাতরে তাঁর শিষ্যদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে কলকাতায় আগ্রা ঘরানার প্রসার ও চর্চার ধারাকে বিস্তৃত করেছেন ,একথা অনস্বীকার্য্য। ১৯৮০ সালে এই মহান শিল্পীর তিরোধান হয়।[২৬] পশ্চিমবঙ্গে আগ্রা ঘরানার যথাযথ প্রসার ও চর্চার ক্ষেত্রে ফৈয়াজ খাঁয়ের শিষ্য তথা পুত্র-সম শ্যালক আতা হুসেন খাঁয়ের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্য পূর্ণ ।

নসীম আহমেদ খাঁ

১৯৪২ সালে আগ্রা ঘরানার সঙ্গীতজ্ঞ বশীর আহমেদ খাঁয়ের পুত্র নসীম আহমেদ খাঁয়ের জন্ম হয়। তাঁর সঙ্গীত জীবনের প্রথম পর্বটি কাটে মুম্বাইতে। বংশজ সঙ্গীতজ্ঞদের শুনে তাঁর প্রাথমিক সঙ্গীত শিক্ষা হয়।এক পারিবারিক বিবাহ অনুষ্ঠানে তাঁর গান শুনে তাঁকে ওস্তাদ আতা হুসেন খাঁ তালিম দিতে ইচ্ছুক হন।[২৭] আতা হুসেন খাঁয়ের কন্যা বিকার বেগমের বিবাহ সুত্রে তিনি আতা হুসেনের জামাতা আবার অন্যতম প্রধান শিষ্য।[২৮] এভাবে পশ্চিমবঙ্গে বশীর আহমেদ খাঁয়ের আগ্রা ঘরানা ও আতা হুসেন খাঁয়ের আগ্রা আত্রৌলী ঘরানার একপ্রকার মিলন সূত্র স্থাপিত হয়।

কলকাতা ও নসীম আহমেদ খাঁ : আতা হুসেনের কাছে নিরবচ্ছিন্ন তালিমের জন্য নসীম আহমেদ খাঁ মাত্র ১৭-১৮ বছর বয়সে কলকাতার ওয়েলেসলিতে মহিষাদল রাজবাড়িতে আসেন। আতা হুসেনের জীবনের অন্তিম কাল অবধি সেখানে ছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গে আগ্রা ঘরানার প্রসার ও চর্চায় নসীম আহমেদ খাঁয়ের অবদান

মহিষাদল রাজবাড়ীতেই সঙ্গীতের তালিম দিয়ে নসীম আহমেদ খাঁ জীবনের শেষ সময়টাও কাটান।নসীম আহমেদ খাঁর পুত্র তথা শিষ্য ওয়াসিম আহমেদ খাঁ, সাক্ষাৎকারে জানান যে- তিনি পিতার কাছে শুনেছিলেন যে তার নানাজি, ওস্তাদ আতা হুসেন খাঁ, নসীম আহমেদ খাঁকে ১ বছর বা ৬মাস ধরে পাল্টা ,স্বরাভ্যাস করিয়েছিলেন, তারপর গলা যখন তৈরী হয়েছে অনুভব করেছিলেন তখন তাঁকে ৪-৫ বছর ধরে কিছু প্রচলিত প্রধান রাগের তালিম দেন, যেমন –ইমন, ভৈঁরো, ভূপালি, মালকোষ, ছায়ানট, ললিত প্রভৃতি। প্রচুর পরিশ্রম ও টানা রেওয়াজ করে ওয়াসিম আহমেদ খাঁর পিতা নসীম আহমেদ খাঁ সঙ্গীতে পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন। [২৯'৩০]

তালিম প্রদান : আতা হুসেনের তালিম পদ্ধতি খানিই তিনি অনুসরণ করতেন এবং পাল্টা, স্বরাভ্যাস করানোর পরে রাগদারী তালিম দিয়ে জ্ঞান বৃদ্ধি করানোর প্রচেষ্টা ও লয়কারী, অস্থায়ী ভরন প্রভৃতি করাতেন,তবে তা ছিল অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ। তিনি মনে করতেন,যে প্রকৃত শিক্ষা হয় রীতের গান শুনে ও রেওয়াজ করার দ্বারা ।একনিষ্ঠ ভাবে তিনি কয়েকজনকে তালিম দিয়েছিলেন।কলকাতায় তার শিষ্য- ওয়াসিম আহমেদ খাঁ(পুত্র),রতিকা সেন,রসিলা সেন,সঞ্জীব মুখার্জী,সুভাষ কুমার,গোবিন্দ মল্লিক,সুবীর মল্লিক (I.S.), প্রমুখ। [৩১]

তিনি খুব কঠিন রাগগুলিও খুব সাবলীল ভাবে সহজ বোধ্য করে পরিবেশন করতেন যাতে শ্রোতারা সহজে আনন্দিত হয় । পন্ডিত বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত কলকাতাবাসী প্রখ্যাত সরোদীয়া ITC- সঙ্গীত রিসার্চ একাডেমীর গুরু এবং অভিজ্ঞ সঙ্গীতজ্ঞ পন্ডিত বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত ছিলেন প্রখ্যাত সেরোদ বাদক পন্ডিত রাধিকামোহন মৈত্রের সুযোগ্য শিষ্য। নসীম আহমেদ খাঁর সঙ্গীত পরিবেশন প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত সাক্ষাৎকারে বলেন, "একদা নসীম আহমেদের একটা ছায়ানট শুনে রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম, ছায়ানটের রূপকে কত স্বচ্ছ ও সরলভাবে তিনি কণ্ঠে এনেছিলেন।তাঁর সুযোগ্য পুত্র ওয়াসিম ও কিছু শিষরা পশ্চিমবঙ্গে তাঁর গায়কিকে প্রবহমান রেখেছেন।" [৩২]

সঙ্গীত অনুষ্ঠান : কলকাতার প্রখ্যাত সেতারীয়া ও শাস্ত্রীয় সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীত প্রেমী সুব্রত রায়চৌধুরী ওয়ার্ল্ড মিউজিক, বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি অধ্যাপক ও অস্ট্রিয়ান এডুকেশনাল এণ্ড কালচারাল কাউন্সিল, ইন্সবার্ক এর লাইফটাইম প্রফেসর ছিলেন। তিনি সাক্ষাৎকারে নসীম আহমেদ খাঁ সম্বন্ধে জানান কলকাতায় তিনি ঝঙ্কার,রাগিণী,সদারঙ্গ ইত্যাদি কনফারেন্সেও সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। প্রচার বিমুখও ছিলেন ।[৩৩]

বন্দিশ রচনা : 'কুন্দন' ছদ্মনামে নসীম আহমেদ খাঁ, কিছু বন্দিশ রচনাও করেছিলেন,কিন্তু তাঁর গুরু আতা হুসেনের জীবদ্দশায় তিনি কোনোদিনও সেই বন্দিশ গুলিতে নিজ ছদ্মনাম ব্যবহার করেন নি । নিম্নে তাঁর রচিত একটি বন্দিশ দেওয়া হল-

রাগ- **ললিত** (ত্রিতাল, মধ্যলয়)

স্থায়ী- মে তোরে বলিহারি
রখিয়ো লাজ হামারি।।

অন্তরা- রতনপিয়া তুম কাঁহা ছুপে হো
কুন্দন ঢুঁড়ত হারী।।

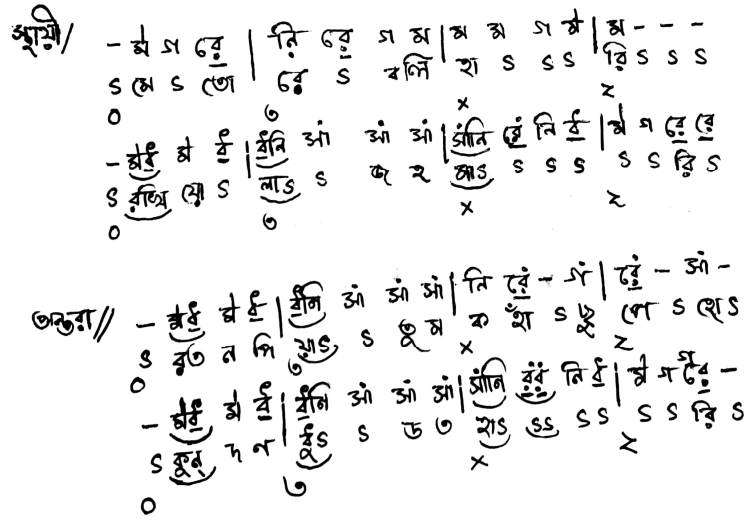

উপরের বন্দিশ টি নসীম আহমেদ খাঁ,তাঁর গুরু আতা হুসেনের মৃত্যুর পর গুরুর স্মৃতিতে রচনা করেছিলেন।নসীম আহমেদ খাঁর পুত্র ওয়াসিম আহমেদ খাঁ বর্তমানে এই বন্দিশ টি পরিবেশন কালে তার পিতার ছদ্মনাম ব্যবহার করে পরিবেশন করে থাকেন। নসীম আহমেদ খাঁয়ের অপর আরো একটি বন্দিশ দেওয়া হল-

রাগ- **ইমন**

ঝাঁপ তাল

স্থায়ী – খ্বাজা মে তোরে দরবার আয়ো
হিন্দ কে বলি মোরে অরজ শুন লিজিয়ে।।

অন্তরা – তুম হো গরীবন কে দাতা বিধাতা
রখিয়ো জগত মে তু কুন্দন কে লাজ।।

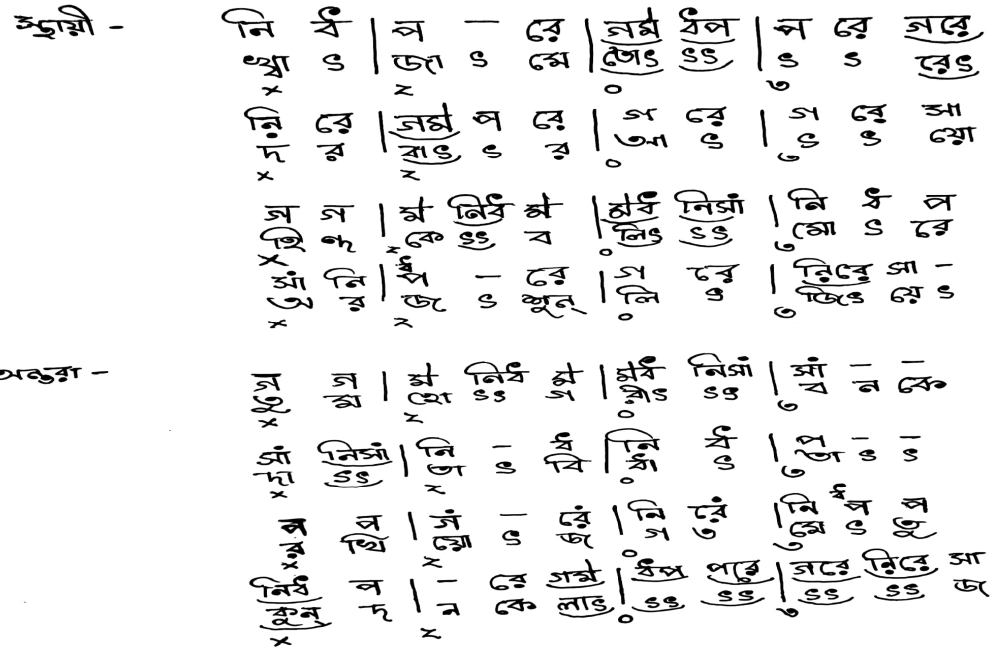

১৯৯৯ সালে ২রা অক্টোবর কলকাতায় নসীম আহমেদ খাঁ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। [৩৪]

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে আতা হুসেন খাঁ ও নসীম আহমেদ খাঁয়ের বংশজ গায়ন শৈলীর ধারা খানি সঞ্জীবিত রেখে চলেছেন **ওয়াসিম আহমেদ খাঁ** । তিনি বর্তমানে কলকাতার I.T.C-S.R.A তে 'মিউজিশিয়ান টিউটর' রূপে তালিম প্রদান করছেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা সহ, দেশে–বিদেশে বহু সঙ্গীতানুষ্ঠানে আগ্রা শৈলীর সঙ্গীত পরিবেশন করেন। পশ্চিমবঙ্গে ওয়াসিম আহমেদ খাঁয়ের কিছু উল্লেখযোগ্য সঙ্গীতানুষ্ঠানের তালিকা প্রদান করা হল:

- I.T.C. -S.R.A. Guru -Sishya Parampara Concert, Kolkata, 2003.
- Salt Lake Music Festival, Kolkata, 2006.
- SPICMACAY International Convention, IIM Campus , Kolkata, 2013.
- Arpan Festival Cultural Programme, Ramkrishna Mission Institute of Culture, Kolkata, 2014.
- I.T.C.-Sangeet Sammelan (Raga: Baageshri) , Kolkata, 2014.
- I.T.C. –S.R.A. Raga Jhalak Series (Raga:Jai Jaiwanti), Kolkata, 2014.
- Program of I.T.C.-S.R.A, S.R.A. Hall, 2015.
- Chowdhury House Concert, Kolkata, 2016.
- SPICMACAY Convention, NIT, Durgapur, 2016.
- Annual Gana Prava Musical Festival, organised by Sangit Ashram, Birla Sabha Ghar, Kolkata, 2016.
- A Session of Indian Classical Music, organised by Dover Lane Music Conference and Dover Lane Music Academy in Association with ICCR, Satyajit Roy Auditorium, Kolkata, 2016.
- Malhar Festival , organized by the Ramakrishna Mission Institute of Culture, Vivekananda Hall, Kolkata, 2017.

উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনাকে বিশ্লেষন করলে এটি স্পষ্ট হয় যে, ২১ শতকেও পশ্চিমবঙ্গে আগ্রা ঘরানার প্রসার এবং চর্চা অব্যহত রয়েছে।

তথ্য সূত্র

১) Tapasi Ghosh, Pran Piya: Ustad Vilayat Hussain Khan (New Delhi : Atlantic Publishers and Distributors (P) Ltd, 2008), 23.

২) কুমারপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, কুদ্‌রত্‌ রঙ্গিবিরঙ্গী(কলকাতা:আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড,১৪০১ বঙ্গাব্দ), ১৫৫।

৩) ললিত জয়বন্ত রাও,সাক্ষাৎকার গ্রহণ সমর্পিতা চ্যাটার্জী(মুখার্জী),জুন ,১৫,২০১৬ ।

৪) দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, ভারতীয় সঙ্গীতে ঘরানার ইতিহাস (কলকাতা : এ মুখার্জী এন্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৭), ১২৫।

৫) তদেব, ১৮৯।

৬) মুখোপাধ্যায়, কুদ্‌রত্‌ রঙ্গিবিরঙ্গী, ১৩২।

৭) বিজয় কিচলু,সাক্ষাৎকার গ্রহণ সমর্পিতা চ্যাটার্জী(মুখার্জী), ডিসেম্বর,২৭,২০১৫।

৮) Arun Bhattacharya, "Ustad Ata Hussain Khan(1898-1980): A Tribute ". Journal of Indian Musicological Society 12, No.1 (1981): np.

৯) মুখোপাধ্যায়, কুদ্‌রত্ রঙ্গিবিরঙ্গী, ১৩২।

১০) পূর্ণিমা সেন,সাক্ষাৎকার গ্রহণ সমর্পিতা চ্যাটার্জী(মুখার্জী), ফেব্রুয়ারী,২২,২০১৬।

১১) অমল দাশশর্মা, প্রাচীন ও নবীন সঙ্গীতজ্ঞ এবং ঘরানার ইতিবৃত্ত (কলকাতা : দরবারী প্রকাশন, ১৯৯৫), ১৫৬।

১২) মুখোপাধ্যায়, কুদ্‌রত্ রঙ্গিবিরঙ্গী, ১৩১।

১৩) বিজয় কিচলু, সাক্ষাৎকার গ্রহণ সমর্পিতা চ্যাটার্জী(মুখার্জী), ডিসেম্বর , ২৭,২০১৫।

১৪) Nag, Ustad Faiyaaz Khan, 74-75.

১৫) মুখোপাধ্যায়, ভারতীয় সঙ্গীতে ঘরানার ইতিহাস, ১২০ ।

১৬)উৎপলা গোস্বামী, কলকাতায় সংগীত চর্চা(কলকাতা:পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি,১৯৯১) , ৭২।

১৭) মুখোপাধ্যায়, কুদ্‌রত্ রঙ্গিবিরঙ্গী, ১৩১।

১৮) মুখোপাধ্যায়, ভারতীয় সঙ্গীতে ঘরানার ইতিহাস, ১৮৯।

১৯) বিজয় কিচলু, সাক্ষাৎকার গ্রহণ সমর্পিতা চ্যাটার্জী(মুখার্জী), ডিসেম্বর , ২৭,২০১৫।

২০) পূর্ণিমা সেন,সাক্ষাৎকার গ্রহণ সমর্পিতা চ্যাটার্জী(মুখার্জী), ফেব্রুয়ারী,২২,২০১৬।

২১) Learning experiences from my Gurus of Agra-Atrauli gharana-Vidushi Purnima Sen, interview of Purnima Sen (Kolkata:Department of Instrumental Music Rabindra Bharati University, 2016), MP3. Accessed October 21, 2016. http://kolkatamusicmapping.com/learning-experiences-gurus-agra-atrauli-gharana-vidushi-purnima-sen/

২২) ওয়াসিম আহমেদ খাঁ, সাক্ষাৎকার গ্রহণ সমর্পিতা চ্যাটার্জী(মুখার্জী), ফেব্রুয়ারী,১৬,২০১৫।

২৩) An unforgettable day with my Guru and other artists which I still cherish—Vidushi Purnima Sen, interview of Purnima Sen (Kolkata:Department of Instrumental Music Rabindra Bharati University, 2016), MP3. Accessed October 16, 2016. http://kolkatamusicmapping.com/memorable-green-room-experience/

২৪) ওয়াসিম আহমেদ খাঁ, সাক্ষাৎকার গ্রহণ সমর্পিতা চ্যাটার্জী(মুখার্জী), ফেব্রুয়ারী,১৬,২০১৫।

২৫) Learning experiences from my Gurus of Agra-Atrauli gharana-Vidushi Purnima Sen.

২৬) ওয়াসিম আহমেদ খাঁ, সাক্ষাৎকার গ্রহণ সমর্পিতা চ্যাটার্জী(মুখার্জী), ফেব্রুয়ারী,১৬,২০১৫।

২৭। ওয়াসিম আহমেদ খাঁ, সাক্ষাৎকার গ্রহণ সমর্পিতা চ্যাটার্জী(মুখার্জী),ফেব্রুয়ারী ১৫,২০১৫।

২৮। Ghosh, Pran Piya, 24.

২৯। মুখোপাধ্যায়, কুদ্‌রত্ রঙ্গিবিরঙ্গী,১৩১।

৩০। ওয়াসিম আহমেদ খাঁ, সাক্ষাৎকার গ্রহণ সমর্পিতা চ্যাটার্জী(মুখার্জী),ফেব্রুয়ারী ১৫,২০১৫।

৩১। ওয়াসিম আহমেদ খাঁ, সাক্ষাৎকার গ্রহণ সমর্পিতা চ্যাটার্জী(মুখার্জী),ফেব্রুয়ারী ১৬,২০১৫।

৩২। বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, সাক্ষাৎকার গ্রহণ সমর্পিতা চ্যাটার্জী(মুখার্জী),জুলাই ৩, ২০১৪।

৩৩। সুব্রত রায়চৌধুরী, সাক্ষাৎকার গ্রহণ সমর্পিতা চ্যাটার্জী(মুখার্জী),নভেম্বর ২,২০১৩।

৩৪। ওয়াসিম আহমেদ খাঁ, সাক্ষাৎকার গ্রহণ সমর্পিতা চ্যাটার্জী(মুখার্জী),ফেব্রুয়ারী ১৬,২০১৫।

Ata Hussain Khan
(Courtesy : SRA Collection Archives)

Basir Khan
(Courtesy : Waseem Ahmed Khan)

Naseem Ahmed Khan
(Courtesy : Waseem Ahmed Khan)

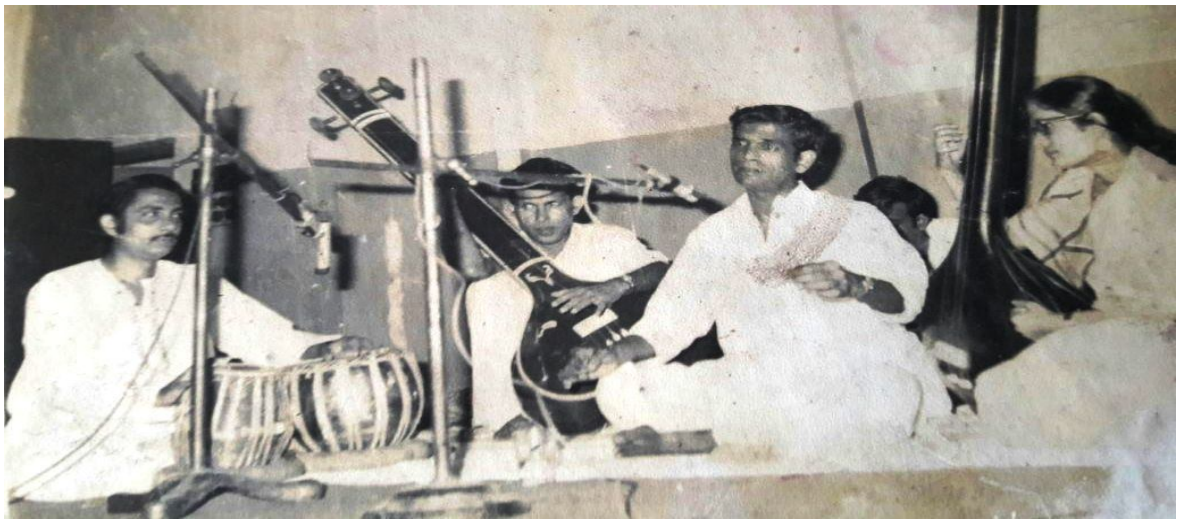

Naseem Ahmed Khan performing on stage (Courtesy : Waseem Ahmed Khan)

Waseem Ahmed Khan performing on stage (Courtesy : Himself)